তারিখ 17 OCT 2002

# ভাল ছাত্রছাত্রী তৈরিতে যত্নবান নন শিক্ষকরা, মাস শেষে বেতন পেলেই তুষ্ট ॥ সেই খ্যাতি নেই

আশীষ-উর-রহমান শুভ

## পগোজ স্কুল

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পগোজ স্কুলটি এখন মধ্যম মানের স্কুল। এক সময় এ স্কুলের অবস্থান ছিল প্রথম সারিতে। কলেজিয়েট স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী'স স্কুল, মুসলিম গবঃ হাইস্কুল, পগোজ স্কুল এসব স্কুল শুধু ঢাকাতেই নয়, সারা বাংলার অন্যতম প্রধান স্কুল হিসাবেই খ্যাত ছিল। যেমন পড়ালেখায় তেমনি পরবর্তীতে কর্মজীবনে শিক্ষা, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পগোজ স্কুলের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুরু থেকে এটি ছিল বালক বিদ্যালয়, এখন বালক-বালিকা উভয়ে এ স্কুলে পড়ে। ১৯৮২ সাল থেকে কো-এডুকেশন চালু হয়েছে। এসএসসিতে পাসের হার গড়ে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। সর্বশেষ ২০০২ সালে পাস করেছে শতকরা ৪৭ জন। স্বাধীনতার পর সব থেকে ভাল ফল হয়েছিল ১৯৭১ সালে, সেবার চারজন ছাত্র স্টার মার্কস পেয়েছিল। এর আগে ঢাকা বোর্ডে ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১৪তম স্থান অধিকার করেছিলেন আকরাম হোসেন ১৯৫৯ সালের দিকে। পগোজ স্কুলে এখন ছাত্রছাত্রী ১৯শ' প্রায়। শিক্ষক আছেন ৪৩ জন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জুলফা মোহাম্মদ, ১৯৭৪ সাল থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির মানের ক্রমাবনতির কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন প্রথমত মেধাবী ছাত্র পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত নবপ্রজন্মের শিক্ষকরাও ভাল ছাত্র তৈরি করার ব্যাপারে এতটা আগ্রহী ও যত্নবান নন। শিক্ষকতাকে তাঁরা নিহায়ত জীবিকা নির্বাহের একটি পেশা হিসাবেই নিয়েছেন এবং কোনভাবে দিন পার করে দিয়ে মাসের শেষে বেতন

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নিকি পগোজের তেলচিত্র (বাঁয়ে), পগোজ স্কুলের পুরনো ভবনের সংস্কার কাজ চলছে (মাঝে), প্রধান শিক্ষক জুলফা মোহাম্মদ (ডানে) —জনকণ্ঠ

## ভাল ছাত্রছাত্রী তৈরিতে

(৮-এর পাতার পর)

পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট।

পগোজ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। ঢাকায় বসবাসকারী আর্মেনিয়ান এনপি পগোজ, নিকি পোগজ নামে যিনি পরিচিত ছিলেন–অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, বাংলাও ভাল জানতেন তিনিই পগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষকও। প্রথম পর্যায়ে এই স্কুলটি ছিল আরমানিটোলায়। পরে ১৮৭৮ সালে শাঁখারীবাজার মোড়ে (এখন যেখানে আছে) চলে আসে জমিদার বাবু মোহিনী মোহনদাসের বাড়িতে। প্রথমে এটি ছিল ভাড়া বাড়ি, পরে জমিদার মোহিনী মোহন বাবু বাড়িটি স্কুলকে দান করেন। দোতলা সেই জমিদার বাড়িটি এখনও আছে তবে নতুন আরও তিনটি স্কুলের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশান্তকুমার সেন ১৯০৬ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই স্কুলের একাদশ প্রধান শিক্ষক ছিলেন ধরা হয়। ঐ সময়ই ছিল পগোজ স্কুলের স্বর্ণ সময়।

পগোজ স্কুলের ছাত্ররা উভয় বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এ বাংলায় আতাউর রহমান খান, পশ্চিমবঙ্গে ড. প্রফুল্ল ঘোষ। আইসিএস স্যার কেজি গুপ্তা ইন্ডিয়ান প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন, ঢাকা কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপাল পিকে রায়, প্রথম ভারতীয় ডিএসসি ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীনেশ চক্রবর্তী ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। বিদ্যাসাগর খ্যাতি পেয়েছিলেন এই স্কুলের ছাত্র রায়কালী প্রসন্ন রায়